দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 03 SEP 1994 ... পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষকদের আদর্শ

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানতঃ দু'টি উপায়ে নৈতিক আদর্শ শিক্ষা লাভ করে। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্ররা প্রথমে শিক্ষকদের ব্যবহারিক জীবনের, আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়টি অর্জন করে তারা পুথিগত বিদ্যার মাধ্যমে। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে জোড়ালো ভূমিকা পালন করে প্রথমটি। স্বভাবতঃ কারণেই কোমলমতি ছাত্র-ছাতরীরা শিক্ষকদের চরিত্রের খুটিনাটী বিষয় অনুসরণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের শিক্ষক সমাজর অধিকাংশ এই সচেতনতা বা কর্তব্যজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত নন।

নৈতিকতার ক্ষেত্রে আজ অধিকাংশ শিক্ষক সর্বজন গ্রাহ্য চারিত্রিক আদর্শের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিতে পারছেন না; যেটা শিক্ষকতার মত মহান পেশার ক্ষেত্রে অতীব প্রয়োজনীয়। সমাজে শিক্ষকই একমাত্র মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে পরিচিত।

আজ ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ক্রমশঃ অপ্রিয় হয়ে উঠছে। ছাত্র কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়া বা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র অপহৃত হওয়া আজ আর আমাদের সমাজের বিরল ঘটনা নয়। সমাজ জীবনের এ দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্য ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকরাও কম দায়ী নয়।

যে শিক্ষক ছাত্রদের সম্মুখে নির্দ্বিধায় ধূমপান করে, সে শিক্ষকের সম্মুখে ছাত্ররা ধূমপান করতে দ্বিধাবোধ করবে কেন? শিক্ষকগণ যদি রাজনীতিতে এবং অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা কি হতে পারে? শিক্ষক যদি দায়িত্ব-কর্তব্যজ্ঞানহীন হয়, তবে ছাত্রদের কর্তব্য জ্ঞান কিভাবে জন্মাবে? শিক্ষক যদি ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে না চলে, তবে ছাত্রা কোন যুক্তিতে ধার্মিক হবে? সচেতন মনে পুঞ্জীভূত এ ধরনের শত প্রশ্নের জবাব কি সেই সকল বিভ্রান্ত শিক্ষকদের জানা আছে?

সমাজের সর্বক্ষেত্রে আজ উচ্ছৃংখল, অসত্য এবং পাশবিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বিশেষ করে দেশের তরুণ সমাজ সুশিক্ষার অভাবে আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। অবক্ষয়ের হাত থেকে এ সমাজকে ব্যাচানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যথেষ্ট করণীয় আছে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্র সমাজের পথ প্রদর্শক হিসাবে শিক্ষকদের কতব্য, সুশিক্ষা দানের পাশাপাশি সর্বজন গ্রাহ্য মহৎ চারিত্রক আদর্শের আলোকবর্তিকা ছাত্রদের ভেতর জ্বেলে দেওয়া। কেননা ব্যক্তি চরিত্রের সাবলীলতাই পারে অবক্ষয়ে আক্রান্ত সমাজকে উত্তরণের পথ দেখাতে। যাহোক, আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমাজ সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করে তাদের সমুহান পেশার প্রতি আরো সচেতন হবেন। আমাদেরকে যুগোপযোগী এবং সর্বজন গ্রাহ্য চারিত্রিক আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—বেনিয়াজ জামান মনি